-ঃ আর্থিক সহায়তায় ঃ-
কৃষি প্রযুক্তি পরিচালন সংস্থা (ATMA) ● পশ্চিম মেদিনীপুর

-ঃ সম্পাদনায় ঃ-
নব কুমার বেজ, বিষয়বস্তু বিশেষজ্ঞ (শস্য বিজ্ঞান)

সেবা ভারতী কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র

## প্রথাগত চাষ ও শ্রী পদ্ধতির চাষ তুলনা (লালাটজাত)

| বৈশিষ্ট্য | প্রথাগত পদ্ধতি | শ্রী - প্রযুক্তি |
|---|---|---|
| বীজের হার (কেজি) | ৮- ১০ কেজি | ৭০০ গ্রাম- ১ কেজি |
| রোয়ার সময় চারার বয়স | ৩০ - ৩৫ দিন | ৯ - ১২ দিন |
| দূরত্ব | ৬ ইঞ্চি x ৬ ইঞ্চি | ১০ ইঞ্চি x ১০ ইঞ্চি |
| চারার সংখ্যা | ৩ - ৪ টি করে চারা | ২টি পাতাযুক্ত একটি করে চারা |
| প্রতি গছিতে প্রাপ্ত পাশকাঠির সংখ্যা (গড়) | ১৫ - ২০টি | ৪০ - ৬০টি |
| প্রতি শীষে দানার সংখ্যা | ১২৫-১৫০ টি | ২০০ - ৩০০টি |
| ফলন প্রতি বিঘায় | ৫ - ৬ কুইন্টাল | খারিফ- ১০ কুইন্টাল<br>বোরো- ১২ - ১৪ কুইন্টাল |

# অধিক ফলনে শ্রী পদ্ধতিতে ধান চাষ

- প্রকাশনায় -

সেবা ভারতী কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র
কাপগাড়ী, পশ্চিম মেদিনীপুর
পিন- ৭২১৫০৫, পশ্চিমবঙ্গ
দূরভাষ- ০৩২২১-২৬৭২৬৭
Website:- sevabharatikvk.org
E-mail:- sevabharatikvk@yahoo.co.in

## ধানের অধিক ফলনে উন্নত প্রযুক্তি শ্রী প্রযুক্তি

সাধারণত ঃ- ধান হল বেশী জল পছন্দ করা ফসল। অন্যান্য ফসলের তুলনায় ধান চাষে উদ্ভিদের জীবনকালের একটা বড় সময় জল দাঁড় করিয়ে রাখা হয়। এক কেজি ধান উৎপাদন করতে প্রয়োজন হয় সাড়ে তিন হাজার লিটার জল। ফলনও হয় কম। কিন্তু 'শ্রী' প্রযুক্তি ব্যবহারে জল খুব কম লাগে। কম জলে অধিক ফলন পাওয়ার এক আশ্চার্য্য বরদান হল শ্রী পদ্ধযুক্তি।

পশ্চিম মেদিনীপুর জেলায় খরা প্রবণ এলাকায় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ কম। বৃষ্টির অসম বন্টন ধান চাষে সমস্যা তৈরী করে অনেক সময় চাষ মার খায় এবং আয় কম হয়। খরা প্রবন এলাকায় আমন ধান চাষে জলাভাব তথা খরা পরিস্থিতির মোকাবিলায় উঁচু ও মাঝারি অবস্থানের ধান জমিতে 'শ্রী' প্রযুক্তি অবলম্বন করা যেতে পারে। ওই প্রযুক্তির মূলমন্ত্র হল- (ক) কম বীজ (খ) কম সার (গ) কম জল (ঘ) কম কৃষিবিষ (ঙ) বেশি ধান (চ) বেশী খড় (ছ) বেশী লাভ।

'শ্রী' () ইংরাজীতে পুরো নাম 'সিস্টেম অফ্ রাইস ইনটেনসিফিকেশন' বা সংক্ষেপে বাংলায় শ্রী নামে পরিচিত। মাদাগাসকারে ফরাসি যাজক হেনরী দ্য লাউলেন দ্বারা উদ্ভাবিত হয় এই প্রযুক্তি আটের দশকে।বর্তমানে বিশ্বের ৪৬টি ধান উৎপাদক দেশে ছড়িয়ে পড়েছে। পশ্চিম বাংলায় এই প্রযুক্তি ব্যবহার করে সফল হয়েছে। পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার বিভিন্ন প্রান্তে এর চাষ বেশ জনপ্রিয় হচ্ছে। এই প্রযুক্তির বিশেষ দিকগুলি নিয়ে আলোকপাত করা হল।

এলাকার চাষের উপযোগী যে কোন জাতের উচ্চ ফলনশীল ধানই 'শ্রী' প্রযুক্তিতে ব্যবহার করা যেতে পারে। বিশেষ করে উঁচু ও মাঝারি জমিতে।

এক শতক বা ০.৬ কাঠা জমিতে বীজতলা তৈরী করলেই তাই দিয়ে এক একর বা আড়াই বিঘা জমি রোয়া যাবে।

বীজতলার জমিকে ভালভাবে কাদা করতে হবে। বেডটিড মাটি থেকে ১০ সেন্টিমিটার উঁচুতে হবে। নিকাশী নালা রাখতে হবে। বীজতলার ওপরে ভালভাবে পচানো ও মিহি খামারজাত সার পাতলা চাদরের মতো ছড়িয়ে দিতে হবে। এর পরে শোধন করা। (প্রতি লিটার জলে ১ গ্রাম কারবান্ডাজিম প্রতি কেজি বীজের জন্য ১২ ঘন্টা ভিজালে শেষ ৮ ঘন্টার সময় ওষুধটি মিশাতে হবে)। বীজ ছড়িয়ে ছিটিয়ে আবার গোবর সার ছড়িয়ে দিতে হবে। প্রতিটি বেডের ওপরে ধান খড় বিছিয়ে দিতে হবে। সকালে ও বিকালে ঝাড়ি করে হালকা সেচ দিতে হবে।

প্রথাগতভাবে মূল জমি তৈরী করার মতো জমি কাদা করা, সমতল করা এই সমস্ত কাজগুলো একই রকমভাবে করতে হবে। জমিতে জল দাঁড় করানো চলবে না। মূল জমি তৈরী করবার সময় প্রতি ২ মিটার-৪ মিটার অন্তর ৮৭ ইঞ্চি চওড়া গভীর নালা তৈরী করতে হবে। এতে জমির অতিরিক্ত জল বের করা ও প্রয়োজনে জল ঢোকানোর সুবিধা হয়।

জমিতে বেশী পরিমাণে জৈবসার ব্যবহার করতে হবে। এছাড়া রাসায়নিক সার সুপারিশ মতো দিতে হবে।

সাধারণত ঃ- ৮-১২ দিন বয়সের (বর্ষাকালে) দুই পাতা যুক্ত একটি চারা মূল জমিতে লাইনে ১০ ইঞ্চি অ ১০ ইঞ্চি দূরত্বে রোপন করতে হবে। লক্ষ্য রাখতে হবে, চারার শিকড় এবং তার সঙ্গে লেগে থাকা মাটি যেন ঝরে না যায়।

আগাছা মোকাবিলায় রোয়ার ১০ দিন পর থেকে প্রতি ১০ দিন ব্যবধানে রোটারি উইভার যন্ত্র দু-সারির মধ্যবর্তী ফাঁকা জায়গায় চালিয়ে আগাছা নিয়ন্ত্রণ করা হয়।

রোগ পোকার উপদ্রব দেখা দিলে সুপারিশ অনুযায়ী সু-সংহত নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা নিতে হবে।

জমি ভাসিয়ে না দেওয়া বা জল না ধরে রাখা হল 'শ্রী' প্রযুক্তির অন্যতম বৈশিষ্ট্য, জমি সর্বদা আর্দ্র রাখা হয়।

এই পদ্ধতি সঠিকভাবে অনুসরণ করলে ধান গাছের শিকড় গভীরে যায়, পাশকাঠি ছাড়ে, ধানের শীষে বেশী সংখ্যায় পুষ্ট ধান জন্মায়, ধানের ওজন বাড়ে তথা সন্তোষজনক ফলন পাওয়া যায়।